গত ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে বদরুদ্দোজা বাবুর উপস্থাপনায় প্রচারিত "নর্থ সাউথে নয় ছয়" শীর্ষক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রসঙ্গে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ঃ

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত আজীবন সদস্যগণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী, স্বনামধন্য ও সকলের নিকট সুপরিচিত। তাঁরা এফবিসিসিআই, ডিসিসিআইসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি/সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনও করছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাঁরা এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সেবা দিয়ে থাকেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯২ সালে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমান সরকার কর্তৃক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ (সংশোধিত) জারি করার পর সারাদেশে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর ও গতিশীল হয়েছে।

দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পথিকৃত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ জন ট্রাষ্টি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সম্পূর্ন মুনাফাহীন ভিত্তিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশে এবং বিদেশে ঈর্ষনীয় সাফল্যের মাধ্যমে তার ২৬ বৎসর অতিক্রম করেছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরে এদেশে আজ শতাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে প্রায় ৪ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে যা সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানে অনেক বিদেশী শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যখন উত্তরোত্তর সাফল্যের মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্থান করে নিচ্ছে তখন কতিপয় কুচক্রিমহল আমাদের সাফল্যকে **ম্লান** করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে এদেরকে চিহ্নিত করে জনসমক্ষে তাদের চেহারা উন্মোচন করা দরকার।

উপরোক্ত প্রতিবেদনের প্রতি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এটি ষড়যন্ত্রমূলক ও পরিকল্পিতভাবে স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশে করা হয়েছে। এখানে প্রতিবেদক সুকৌশলে সাসপেন্স মুভির মত অভিনয়ের মাধ্যমে এমন একটি ধোঁয়াশা পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে সুধী সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এটি মূলতঃ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক সাফল্য ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য একটি গভীর ষড়যন্ত্র বলেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয়নি। প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ এবং সর্বতোভাবে মিথ্যা ও অগ্রহণযোগ্য বিধায় এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রচারিত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১। টিউশন ফি সংক্রান্ত ঃ

টিউশন ফি প্রসঙ্গে **উল্লেখ্য** যে, গত পনের বছরে টিউশন ফি বেড়েছে তিনগুন, ভর্তিসহ অন্যান্য ফি বেড়েছে দশগুন মর্মে অসত্য তথ্য দিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে শিক্ষার পরিবেশ ব্যহত করার পাঁয়তারা করা হয়েছে।

এখানে নাম পরিচয় বিহীন একজন ছাত্রকে উদ্ধৃত করে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধির যে কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সত্য নয়। এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট যাচাই করলেই সহজে তা জানা যাবে। মাননীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য-"কেউ তাদেরকে অবহিত করে না" কথাটি সঠিক নয়। কেননা বর্তমান ডিজিটাল যুগে টিউশন ফি-সহ যাবতীয় তথ্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং যথারীতি এ বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখনও কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর টিউশন ফি আদায় করে। আমাদের এখানে সব শিক্ষক বিদেশী ডিগ্রীধারী এবং বাংলাদেশের

মধ্যে সর্বাধিক উচ্চতর বেতন-ভাতা ভোগ করে। নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের ক্ষেত্রে নূন্যতম একটি বিদেশী ডিগ্রী থাকতে হয় (মাস্টার্স/পি.এইচ.ডি)।

এখানে একটি বিষয় উল্ল্যেখ করা যায় যে, যেখানে ভারতে ৪ বছরের Undergraduate Course করতে একজন ছাত্রের প্রয়োজন হয় প্রায় ২০ লাখ রুপি আর উন্নত বিশ্বে প্রয়োজন বছরে ৩০-৮০ হাজার ডলার সেখানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরে প্রয়োজন ৮ লক্ষ টাকা। অথচ শিক্ষা দেয়া হয় আন্তর্জাতিক মানের।

বর্তমানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৮৪০ জন শিক্ষক রয়েছেন, যাদের মধ্যে ৪৮১ জন পূর্ণকালীন এবং ৩৫৯ জন খন্ডকালীন। এর মধ্যে খন্ডকালীন ও পূর্ণকালীন মিলিয়ে ৪২০ জন শিক্ষক পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী রয়েছেন তন্মধ্যে ২০০ জন অধ্যাপক। বর্তমানে ৭৬ জন শিক্ষক উচ্চশিক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি অর্জনে পড়াশুনা করছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বাংলাদেশের অন্যান্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে সর্বোচ্চ বেতন/সম্মানী এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক আছেন কি না তা আমাদের জানা নেই।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে রয়েছে RFID Security System, যার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকসহ সকল ব্যক্তির উপস্থিতি মনিটর করা হয়ে থাকে। CCTV Camera System ব্যবহারের ফলে ভর্তি পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে এবং ছাত্র অনুপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে, যা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকল মহলকে এক প্রশস্তি এনে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই সিস্টেম কার্যকরী করতে উন্নয়ন খাতে আমাদের বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

বিগত ১৫ বছরে সরকারী হিসেবে মূল্যস্ফীতির পরিমান ১০০% এরও বেশি, সেখানে টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন সময়ে অন্তত ৪ বছর পর পর সার্বিক বিবেচনায় মোট ৫০%, অথচ উক্ত সময়ে **শিক্ষা** উপকরণের দাম বেড়েছে ৮০% এরও বেশি। এই উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে সমন্বয় করতে গিয়ে এবং বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এউচ.ডি ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগদানে আমাদের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হয়েছে প্রায় ১০ গুণ।

প্রতিবেদনে জনাব এম এ আউয়াল উল্লেখ করেন যে, ৫০% ভাগ টিউশন ফি কমালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতে অসুবিধা হবে না, হলে তিনি তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা দিবেন। এমতাবস্থায়, এ ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য ও প্রচারণা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের অপকৌশল ও সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করার একটি অপচেষ্টা বলে মনে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তার এ প্রস্তাব অনুযায়ী টিউশন ফি অর্ধেক কমানো হলে বর্তমানে প্রতি মাসে ৬ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে ঘাটতি পড়বে। তিনি ঐ ৬ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব করেছেন। জনাব এম এ আউয়াল এর এরকম আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে কিনা তা তার বার্ষিক আয়কর রিটার্ন পর্যালোচনা করতঃ বৈধ অথবা অবৈধ আয় যাচাই-বাছাই ও তদন্ত করে সরকারের দেখা উচিত বলে আমরা মনে করি। কেন বা কি উদ্দেশ্যে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা দিতে চান এবং অবাস্তব উপদেশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্যহত করে ছাত্র মহলকে উস্কানি দিচ্ছেন তা সরকারের খতিয়ে দেখা উচিত।

২। অডিট প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয় সংক্রান্তঃ

আয়-ব্যয়ের হিসেবে লুকোচুরির কল্পকাহিনী অবান্তর। কেননা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রস্তুত করতঃ ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করে যা সম্পূর্ন Public Document । এটা কোনো গোপনীয় দলিল নয় যে, গোপনে কারোর কাছ থেকে আনতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী নীতিমালার আলোকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর তিনটি স্বাধীন অডিট ফার্মের নাম সরকারের

কাছে প্রস্তাব আকারে জমা দেয় এবং সরকার তা থেকে একজনকে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এখানে অডিট কে প্রভাবিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সকল অডিট আপত্তি সরকারী পদ্ধতিতে নিস্পত্তি হয়।

৩। আর্থিক অনিয়ম প্রসঙ্গঃ

প্রতিবেদনের **সাক্ষাতকার** পর্বে উন্নয়ন খাতে টাকা জমানোর ব্যাপারে জনাব এম এ আউয়াল বলেন, "টাকাটা সরানো হচ্ছে খেয়ে ফেলার জন্য। টাকা খরচ হচ্ছে না, আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ছাত্র বেতনের টাকা শিক্ষার বাইরে খরচ করা বেআইনী"। যা সত্য লুকানোর অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের সুবিশাল ক্যাম্পাস এবং সম্পদ যা কিছু রয়েছে, সব কিছুই উন্নয়ন তহবিলের অর্থের মাধ্যমে অর্জিত। একই নীতিমালায় জনাব এম এ আউয়াল ২০০৮-২০০৯ সালের বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়েও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করে উন্নয়ন তহবিলে টাকা জমা রাখেন যা উক্ত বছরে তারই স্বাক্ষরিত অডিট রিপোর্ট দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। এছাড়া উল্লেখ্য যে, সব তহবিলের অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রাখা হয়।

প্রতিবেদনের সাক্ষাতকার পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা ও গবেষনা ব্যুরো'র পরিচালক ড. মোহাব্বত আলী বলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণীতে প্রাথমিকভাবে বাৎসরিক ষাট কোটি টাকা উদ্ধৃত্ত থাকে। উন্নয়ন খাতে বড় টাকা সরানো একধরণের অনিয়ম এবং ২০১৬ সালে এক হাজার কোটি টাকার তহবিল থাকার কথা বলেন। এখানে আমরা বলতে চাই যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরিক্ষীত হিসাব বিবরণী নিয়ে এরূপ মন্তব্য বা আপত্তি জানানোর অধিকার কেবল মাত্র ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত যেকোন কর্তৃপক্ষের আছে। সেখানে ড. মোহাব্বত আলী সাহেবের অপেশাদারী, একতরফা মন্তব্য অনধিকার চর্চারই নামান্তর যা তার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে কাম্য নয়। তিনি তার মন্তব্যে ২০১৫-২০১৬ সালে এক হাজার কোটি টাকার তহবিল থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত তহবিল ভবিষ্যতে জমি কেনা, ভৌত অবকাঠামো তৈরীসহ স্থায়ী আমানত হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে সুরক্ষিত রয়েছে তা একবারের জন্যও উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি যা বার্ষিক ব্যালেন্স সিটে সিডিউল আকারে নিবন্ধিত আছে। তার এ ধরণের অসত্য ও স্পর্শকাতর মন্তব্য জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। আমরা এর জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

৪। আশালয় জমি ক্রয়ে অনিয়ম প্রসঙ্গে ঃ

অভিজ্ঞজনেরা জানেন যে, জমির মৌজামূল্য এবং বাজারমূল্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাজার মূল্য থেকে কমিয়ে মৌজা মূল্যে সচরাচর জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। ফলশ্রুতিতে, ক্রেতা লাভবান হন এবং সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাজার মূল্যে স্বচ্ছতার সাথে জমি ক্রয় এবং রেজিস্ট্রি সম্পন্ন করায় সরকার প্রকৃত রাজস্ব লাভ করেছেন, এখানে কোন প্রকার লুকোচুরি অথবা সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়নি।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভলপম্যান্ট লিমিটেড এর আশালয় হাউজিং প্রোজেক্ট থেকে ভরাটকৃত উচুঁ জমি যার চারিদিকে রাস্তা এবং বৈদ্যুতিক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্বলিত সমতল জমি কাঠা প্রতি ১০ লক্ষ টাকা বাজার মূল্যে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) বিঘা জমি ক্রয় করে। উক্ত জমিটি রাজউক পূর্বাচল এর সেক্টর-৩ সংলগ্ন যার উত্তরে ৩০০ ফিট রাস্তার সাথে সংযোগ সড়ক রয়েছে।

আশালয়ের জমি জনাব রাগীব আলীসহ বোর্ড সদস্যগণ সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক নির্বাচন করেছেন। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) সভায় আলোচনা ও সুপারিশের পর সিন্ডিকেট সভায় এজেন্ডা আকারে বিস্তারিত আলোচনার পরে তা অনুমোদেনের জন্য বোর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। বোর্ডের সর্বসম্মত অনুমোদন লাভের পর জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, জমি ক্রয়ের পরপরই এ ধরণের মিথ্যা ভিত্তিহীন খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করা হয় যা বহুল প্রচলিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবাদ আকারে ছাপা হয়।
উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আশালয় হাউজিং প্রকল্প থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে (দক্ষিণে) ঢাকা ভিলেজ প্রোজেক্টে কাঠা প্রতি ৯ (নয়) লক্ষ টাকা মূল্যে আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভলপমেন্ট লিমিটেড থেকে ১৫০ বিঘা জমি ক্রয় করেছে। বিষয়টি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে।

বর্তমানে গুলশান এবং বনানীর জমি সরকারী হিসাবে দালিলিক মূল্য কাঠা প্রতি ৪০ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকৃত বাজার দর প্রতি কাঠা ৭ হতে ৮ কোটি টাকা। যদি কাঠা প্রতি ৭-৮ কোটি টাকার জমি ৪০-৭০ লক্ষ টাকায় রেজিষ্ট্রেশন করা হয় তবে কি ধরে নেয়া হবে যে বাকী টাকা বেহাত হয়ে গেছে? এমনিভাবে, রূপগঞ্জ সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে তদন্ত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে প্রকৃত বাজার মূল্যে সকল দলিল রেজিস্ট্রি হয় নাকি রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) বিঘা জমি রাজউক পূর্বাচলের সেক্টর-৩ সংলগ্ন। বর্তমানে পূর্বাচল সেক্টর-৩ এর জমির কাঠা প্রতি বাজার দর **৪০ লক্ষ** হতে ৭০ **লক্ষ** টাকা যা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ক্রয়কৃত জমি হতে কয়েকগুন বেশী। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য অনুযায়ী ৭৫ কোটি টাকার জমি ৫০০ কোটি টাকায় ক্রয় করা হয়েছে যা সত্যের অপলাপ মাত্র। বর্তমান বাজার দরে গ্রামের **প্রত্যন্ত** চরঅঞ্চলেও কাঠা প্রতি ৫ **লক্ষ** টাকায় জমি পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে প্রতিবেদকের বক্তব্য সর্বোপরি মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও বানোয়াট যাহা **সুনাম** ক্ষুন্নের অপচেষ্টা মাত্র।

প্রতিবেদক ডাচ বাংলা ব্যাংকের ষ্টেটমেন্ট এর ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জমি রেজিস্ট্রি করতঃ পে অর্ডার এর মাধ্যমে রশিদমূলে আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভলপমেন্ট লিমিটেডকে জমির মূল্য পরিশোধ করেছে। আশালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যাংকে টাকা রাখে এটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়।

বিজ্ঞ সাংবাদিক বন্ধুগণসহ সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, যা বর্তমান ক্যাম্পাসের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পূর্বাচলে ২৫০ বিঘা জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যেখানে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যখনই কোন জমি কেনার প্রচেষ্টা নেয় তখনই জনাব এম এ আউয়াল বাধা প্রদান করেন। উক্ত জমি ক্রয় করায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জনাব এম এ আউয়াল মহামান্য হাই কোর্ট ডিভিশনে জমি ক্রয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যার নং 2016 এর Civil Rule No. 211 (FM) এবং 2016 এর FMA No. 201 । ফলশ্রুতিতে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড মারত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বিগত ১লা মার্চ ২০১৮ তারিখে মান্যবর বিচারপতি জনাব ইমদাদুল হক এবং বিচারপতি জনাব এফ আর এম নাজমুল আহসান এর যৌথ বেঞ্চ জনাব এম এ আউয়ালের করা নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত নামঞ্জুর করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রায় প্রদান করেন। **উক্ত রায়ে বিজ্ঞ আদালত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত মামলায় জমি ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অসঙ্গতি অথবা কোন অবৈধতা আদালত পাননি**। পরবর্তীতে, জনাব এম এ আউয়াল উক্ত রায় স্থগিত চেয়ে অ্যাপিলেট ডিভিশনে চেম্বার জজ আদালতে আবেদন করেন, কিন্তু মহামান্য চেম্বার জজ আদালত উক্ত আবেদন না মঞ্জুর করেন এবং কোন আদেশ প্রদান না করে অ্যাপিলেট ডিভিশনের পূর্ণ বেঞ্চে শুনানীর জন্য প্রেরণ করেন। অ্যাপিলেট ডিভিশন পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানীর পর "No Order" প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত মামলাটি মাননীয় অ্যাপিলেট ডিভিশনে বিচারাধীন অবস্থায় থাকায় বিষয়টি সাবজুডিস এবং প্রচারিত প্রতিবেদন আদালত অবমাননার সামিল। এ বিষয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং মাছরাঙ্গা

টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্ভবত মামলায় হেরে গিয়ে জনাব এম এ আউয়াল অর্থের বিনিময়ে এ ধরণের প্রতিবেদন তৈরী ও প্রচারে ইন্ধন যুগিয়ে থাকতে পারেন।

৫। সমাবর্তন প্রসঙ্গে ঃ

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উপস্থিত না থাকার কথা বলা হয়েছে যা সঠিক নয়। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতিগণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বিভিন্ন সময় উপস্থিত ছিলেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ২০১৪ সালে ১৭তম এবং ২০১৬ সালে ১৯ তম সমাবর্তনে উপস্থিত থেকে গ্রাজুয়েটদের মাঝে ডিগ্রী প্রদান করেছেন। উপরে উল্লেখিত দুই সমাবর্তনেই মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অসতর্কতা বশতঃ এ মন্তব্য করে থাকতে পারেন।

৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি এর মন্তব্যঃ

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল হাসান চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং ইউজিসি মনোনিত প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাসেম মজুমদার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে একাডেমিক, প্রশাসনিক, আর্থিকসহ যাবতীয় কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক ট্রাস্টি বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা সম্পর্কে অবগত থাকায় প্রতিবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কোন মন্তব্য করেননি, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

৭। জনাব মেশকাত উদ্দিন এর বক্তব্য সংক্রান্ত ঃ

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়য়ের বর্তমান উপাচার্য জনাব মেশকাত উদ্দিন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি যখন উপ -উপাচার্য পদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেন তখন তার জীবনবৃত্তান্তে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী বলে উল্লেখ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তার অর্জিত ডিগ্রী ছিল Doctor of Business Adminstration (DBA) যা তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করে ছিলেন। উল্লেখ্য, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিদেশী পি.এইচ.ডি ডিগ্রী যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয়। এক্ষেত্রে জনাব মেশকাত উদ্দিন এর অর্জিত DBA ডিগ্রীটি পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর সমতুল্য নয় বিধায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে নিয়মিত DBA ডিগ্রী প্রদান করে।

৮। ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত ঃ

"যারা বৃত্তি বা আর্থিক সুবিধা নিচ্ছে তারা সচ্ছল পরিবারের সন্তান। সরকারের বড় কর্মকর্তাদের সন্তান। একারনে কোন অনিয়মের ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হয় বৈকি। যাদেরকে ব্যবস্থা নিতে বলি তাঁরা অস্বীকার করেন" - প্রতিবেদনে উঠে আসা ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয়ের এরূপ বক্তব্যের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একমত নয়।

আপনাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ৯ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ৩% মুক্তিযোদ্ধা কোটা সুবিধা ও ৩% শিক্ষার্থীকে মেধাবী এবং দরিদ্র হিসেবে সর্বমোট ৬% শিক্ষার্থীকে ছাত্র বৃত্তি ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নর্থ সাউথ

বিশ্ববিদ্যালয়, এই পর্যন্ত গড়ে ৮.৪% শিক্ষার্থীকে ২৫% থেকে ১০০% পর্যন্ত বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে এবং যা চলমান আছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৯১ কোটি টাকা। আরো উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় ২০১০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৯৮৮ জন শিক্ষার্থীকে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ দিয়েছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। শুধুমাত্র ২০১৭ সালে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা খাতে ১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ছিল ৬৮৭ জন, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫৪২, তন্মধ্যে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮৯ জন। ছাত্র বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার পুর্নাঙ্গ তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত/চাহিবা মাত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোনরূপ অনিয়ম বা অস্পষ্টতার অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা ছাত্র-অভিভাবক মহল থেকেও এ পর্যন্ত উত্থাপিত হয়নি।

সচ্ছল বলতে প্রতিবেদনে কি বোঝানো হয়েছে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এ মুক্তিযোদ্ধাদের সচ্ছলতার কোনো শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি। ছাত্র বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারী বা বেসরকারী কর্মকর্তাদের ব্যাপারেও কোন উল্লেখ বা নির্দেশনা নেই। আবার শুধুমাত্র মেধাবী শিক্ষার্থীর ব্যাপারেও কোন কিছু উল্লেখ নাই। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি, অনেক মানসম্মত/বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র মেধাবিবেচনায় বৃত্তি দিয়ে থাকে। আবার শুধুমাত্র মানবিক কারন (পিতার অকালমৃত্যু অথবা দূরারোগ্য রোগ, পিতামাতার বিচেছদ, পারিবারিক আকস্মিক বিপর্যয় ইত্যাদি) বিবেচনায় রেখেও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের মেধা এবং পারিবারিক অসচ্ছলতা বিবেচনায় নিয়েও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ছাত্র বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার পূর্নাঙ্গ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের website: www.northsouth.edu পরিদর্শন করে যে কেউ তা জেনে নিতে পারেন।

৯। ভর্তি যোগ্যতা ও মেধা বৃত্তি ঃ

একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নিম্নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহে ভর্তির ন্যুনতম যোগ্যতা উল্লেখ করা হলো ঃ

স্নাতক (Undergraduate) Program:

(ক) এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় সর্বমোট জিপিএ ৮.০০ এবং প্রতিটিতে ন্যুনতম ৩.৫০ হতে হবে।
(খ) O-Level পরীক্ষায় ন্যুনতম ৫টি বিষয়ে গড় গ্রেড পয়েন্ট ২.৫ অথবা অধিক এবং A-Level পরীক্ষায় ন্যুনতম ২টি বিষয়ে গড় গ্রেড পয়েন্ট ২.০০ অথবা অধিক হতে হবে।
(গ) US High School Diploma অথবা সমতূল্য ডিগ্রী উত্তীর্ণ।
(ঘ) Engineering এবং Physical Sciences এর অধীন বিষয়সমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ন্যুনতম 'B' Grade এবং A-Level পরীক্ষায় ন্যুনতম 'C' Grade পেতে হবে।

স্নাতকত্তোর (Graduate) Program:

(ক) প্রার্থীকে ন্যুনতম ২য় বিভাগ অথবা ৪ পয়েন্ট স্কেলে ২.৭৫ জিপিএসহ ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রী অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে অথবা প্রার্থীকে সম্মানসহ ৩ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রী থাকতে হবে।
(খ) যে সকল শিক্ষার্থীর উপরোক্ত বিষয়সমূহে ঘাটতি আছে তাদের জন্য অতিরিক্ত পূর্বশর্তের (Pre-requisite) কোর্সসমূহ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

(গ) নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ এবং জিপিএ ৩ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অথবা যে সকল ছাত্র-ছাত্রী GMAT, GRE, SAT পরীক্ষায় পর্যাপ্ত স্কোর আছে অথবা TOEFL বা সমমান পরীক্ষায় ৫০০ স্কোর (Paper Based) রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ভর্তি যোগ্যতা শিথিল করা হয়।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি সেমিস্টারে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র মেধা বিবেচনায় 'মেধাবৃত্তি' প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের নবীনবরণের সংবাদে এর সত্যতা মিলবে।

১০। গবেষণা কার্যক্রমের সফলতা ও প্রকাশনাঃ

বাংলাদেশের প্রধান বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তথা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম গবেষণা সহায়ক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অত্যাধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছে যা এদেশে আমরাই প্রথম। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউট, NASA Climate Reaserch Center বিশ্বমানের জনস্বাস্থ্য কর্মকান্ড ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান তথা গ্লোবাল হেলথ্ এন্ড ক্লাইমেট রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক পলিসি এন্ড গভরনেন্স সেন্টার, ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনোভেশন, ইকোনোমিক রিসার্চ প্লাটফরম এবং পরিবেশ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই সকল বিশ্বমানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বিপুল পরিমান অর্থের সংকুলান করতে হচ্ছে যা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল। ফলশ্রুতিতে বিগত পাঁচ বৎসরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাধিক গবেষণা কর্মকান্ড সম্পাদন এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নালে গবেষণা পত্র প্রকাশ করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম ১০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যা SCOPUS CITATION এ স্থান করে নিয়েছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় কানাডিয়ান সরকারের IDRC নামক সংস্থার অর্থায়নে ডেংগু নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ বিষয়ক সর্ববৃহৎ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যা থেকে ১০টি গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ জিনোম রিসার্চ কনফারেন্স আয়োজন করে যাতে বিশ্বের ২০টি দেশের গবেষকবৃন্দের ৩ (তিন) শতাধিক গবেষণা পত্র উপস্থাপনা করা হয়। উক্ত কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশ থেকে ৮ (আট) শতাধিক বরেণ্য বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কানাডিয়ান সরকারের IDRC নামক সংস্থার অর্থায়নে ২৩টি অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মকান্ড গ্লোবাল হেলথ্ ইনস্টিটিউট এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে যাতে হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ প্রতিরোধের কারণ ও প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারের গবেষণা করা হচ্ছে। এই গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার মানুষের জীবন সুরক্ষা ও উপরোক্ত চারটি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর গড়ে ১০০০ এর অধিক গবেষণা পত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকশিত হচ্ছে যার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের Public Policy and Governance (PPG) Program বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার স্বনামধন্য একটি প্রোগ্রাম। এটি Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) এর সহযোগিতা ও অর্থায়নে গত ১০ বছর যাবৎ সফলভাবে কাজ পরিচালনার পর আবারও ১০ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। এর অন্যান্য পার্টনার হলো ইউনির্ভাসিটি অব বার্গেন (নরওয়ে), পেরাডানিয়া ইউনির্ভাসিটি (শ্রীলংকা) এবং নেপালের ত্রিভূবন ইউনিভার্সিটি। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে এ প্রোগ্রামের আওতায় মধ্য পর্যায়ের সরকারী আমলাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রী দেয়া হয়।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আজ বিকেলে এই ভেন্যুতেই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এর পাবলিক পলিসি এন্ড গভর্নেন্স প্রোগ্রামের সাথে আরো ৪টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ কার্যক্রমের এক দশক

পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপিত হতে যাচ্ছে। ইউরোপের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব বার্গেন, নরওয়ে ও দক্ষিণ এশিয়ার আরো তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দশ বছরে শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ গবেষণা, বই ও জার্নাল প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ এক দশক পূর্তি উপলক্ষে "গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সাউথ এশিয়া পার্সপেক্টিভ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক মানের একটি বই প্রকাশ করা হচ্ছে। পাবলিক পলিসি এন্ড গভর্নেন্স প্রোগ্রামে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান এর সরকারি কর্মকর্তাদের ২ বছর মেয়াদে ফুল স্কলারশিপ দিয়ে থাকে যা দক্ষিণ এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ নেই। MPPG প্রোগ্রামটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর একটি দৃষ্টান্ত।

এ ছাড়া এখানে বিশ্বব্যাংক ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এর যৌথ অর্থায়নে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে সরকারী ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আরো কয়েক ডজন গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ সব কর্মকান্ডের মাধ্যমে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ার একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া সরকার ও ইউজিসি থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত গবেষণা বাবদ বিশেষ অনুদান পেয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে চলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোর্স ওয়ার্ক করে ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ বিশ্বের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ পেয়ে থাকে। একইভাবে বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ এখানে সামার সেমিষ্টার শেষ করে তাদের স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো ক্রেডিট ট্রান্সফার করে থাকে। বাংলাদেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরণের সুবিধা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আজ প্রথমবারের মতো নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে একসাথে উপস্থাপন করছে।

১১। Curricular/Extra Curricular কার্যক্রমঃ

এ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীর সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য ২৩টি ক্লাবের মধ্যেমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মডেল ইউ এন ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিতর্ক ক্লাব, সিনে এন্ড ড্রামা ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব, ডাইভার্সিটি ক্লাব, নৈতিকতা ক্লাব, সমাজসেবা ক্লাব ইত্যাদি। তাছাড়া বিভাগ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সোসাইটি আছে যা বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন হার্ভার্ড, এম.আই.টি, এবং ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে করা হয়েছে। ক্লাসরুম-বহির্ভূত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য এসব ক্লাবের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব জীবনে নেতৃত্বের গুনাবলী অর্জন ও সমাজসেবায় ব্রতী হতে সাহায্য করে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি আর্ন্তজাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়, বিধায় এখানে কয়েকশ বিদেশী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক আছেন। শারিরীক ও মানসিক বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেনীকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের Curricular/Extara Curricular কার্যক্রমের উপর জোর দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এজন্য ২৩টি ক্লাব (ছাত্র সংগঠন) বছরব্যাপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনসহ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে, যার মধ্যে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, মুজিবনগর দিবস, পহেলা বৈশাখ উল্লেখযোগ্য।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়মিত Career/Job Fair- এর আয়োজন করে থাকে, যেখানে দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানসমূহ, বহুজাতিক কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরাসরি চাকরির প্রস্তাব পেয়ে থাকে -যা বাংলাদেশে বিরল।
প্রতিবছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Life Science দেশের শীর্ষস্থানীয় Pharmaceutical Companies -দের নিয়ে Pharmafest আয়োজন করে থাকে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দনীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং শিক্ষাজীবন শেষে সেসব প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পথকে সুগম করে থাকে। উল্লেখ্য, দেশের একটি স্বনামধন্য Pharmaceuticals Company নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীকে শতভাগ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে যার আর্থিক মূল্যমান প্রায় ১ কোটি টাকা। এই অভূতপূর্ব সুযোগ অন্য কোন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই।

১২। বিদেশ সফর সংক্রান্ত ঃ

প্রতিবেদনে বিদেশ সফর সংক্রান্ত যে মনগড়া বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মোটেও সত্য নয়। উল্লেখ্য যে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শুধুমাত্র কাগজপত্র/পত্রালাপের মাধ্যমে কোন শিক্ষা চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিতি, আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশ সফরসহ বিভিন্ন শিক্ষা চুক্তি সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্ট ডীড এর ৬ (২) এবং ৯ (২) এর অনুচ্ছেদ বিধান অনুযায়ী গবেষণা, উচ্চ **শিক্ষা,** প্রচার ও উন্নয়নের জন্য ট্রাস্টের ফান্ড ব্যবহার করা যাবে বলে উল্লেখ আছে। USA, Canada, U.K, Australia, Norway, Netherlands, China, Thailand, Nepal সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে যৌথ ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় এবং শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সহযোগিতামূলক চুক্তি। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস-চ্যান্সেলরসহ বোর্ড সদস্যগণ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস এন্ড ইকোনমিক্স বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আমেরিকার Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) এ্যাক্রিডিটেশন সনদ লাভ করে। সকলের অবগতির জন্য আমরা আরও জানাতে চাই যে, বোর্ড সদস্যগণ তাঁদের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রাধান্য না দিয়ে, শুধুমাত্র নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে বিদেশ সফর করে থাকেন। এ সমস্ত সফরের ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশের মতো একটি দেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থা স্থাপিত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সাথে এপর্যন্ত সর্বমোট ৭৯টি MOU স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছে। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MOU করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

Country	Name of University
USA (16)	University of California, Berkeley, St. Xavier University, University of Maryland, New York Institute of Technology, The George Washington University, Farmingdale State College, Colorado State University, Pennsylvania State University, University of Southern Indiana, Indiana University of Pennsylvania, Bloomsburg University of Pennsylvania, Johns Hopkins University, University of Illinois at Urbana Champaign, Google Inc, Texas A&M University, CFA Institute
Australia(6)	Macquarie University, University of Western Sydney, University of Canberra, Deakin University, RMIT University, University of South Australia.

UK (7)	University of Luton, University of Greenwich, Erasmus+, University of Plymouth, Southampton Solent University, Aberystwyth University, ACCA.
Canada (6)	Manitoba University, York University, University of British Columbia, Regina University, Quest University, McMaster University.
Thailand (5)	Mahidol University, Bangkok University, Assumption University, National Institute of Development Administration (NIDA), Chulalongkorn University.
Bhutan (1)	Royal University of Bhutan
Germany (4)	Humboldt-University zu Berlin, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research, Rhine Waal University of Applied Sciences, Deutsche Gesellschaft f ür Internatioale Zusammenarbeit (GIZ)
China (4)	Yunnan Radio and Television University, Yunnan University, National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language, Communication University of China
Norway (1)	University of Bergen
India (4)	International Management Institute, Kolkata, Jadavpur University, BML Munjal University (BMU), OP Jindal Global University
Japan (2)	University of Tsukuba, Hiroshima University
Jordan (1)	Yarmouk University
Malaysia (1)	International Islamic University
North Korea (2)	Solbridge International School-Woosong University, Youngone Corporation
Nepal (2)	Tribhuvan University of Nepal, Nepal Administrative Staff College (NASC)
South Africa (1)	University of the Witwatersrand, Johannesburg
Sri Lanka (1)	University of Peradeniya
Bangladesh (13)	The Ministry of Foreign Affairs, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, The Ministry of Women & Children Affairs, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, American Institute of Bangladesh, Bangladesh Atomic Energy Commission, Bangladesh Eco-Friendly Industrial Park (BEIP), Access to Information(a2i) Program, GrameenPhone IT Ltd. (GPIT), Grameen Phone Ltd., The John Hopkins University-Bangladesh Projanmo, Institute for Inclusive Finance and Development (InM), International Center for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B), NGOs, Institute of Water Modelling (IWM),
Taiwan (2)	Yuan Ze University, Medical Device Innovative Center of National Cheng Kung University

এছাড়াও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণচীনের বিখ্যাত Confucius Institute এর শাখা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৫ শতাধিক Confucius Institute এবং সেন্টার এর মধ্যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ২০১৬ সনে প্রথম স্থান অধিকার করার বিরল সম্মান অর্জন করে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বল হয়।

প্রতিবেদনে **উল্লেখিত** যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া সফরকে টাকা অপচয় হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে যা অতীব দুঃখজনক।

১৩। দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের NSU পরিদর্শন প্রসঙ্গে ঃ

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়েছেন। তাদের আগমন এ দেশ তথা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে মহিমান্বিত ও আলোকিত করেছে।

তাদের মূল্যবান বাণী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুপ্রেরণা, সঠিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং একাডেমিক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা চুক্তি সম্পাদনসহ গবেষণামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে আগত উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ; সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব জিল্লুর রহমান; গণচীনের ভাইস প্রিমিয়ার লিউ ইয়্যাডং; ভিয়েতনামের ভাইস প্রেসিডেন্ট; দেহতত্ব বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার রিচার্ড জে. রবার্টস; রসায়নে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মারটিন সেলফি; আমেরিকার মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. রিতা আর কলওয়েল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর উপ-সহকারী সচিব মিঃ ড্যানিয়েল রোসেনবাম; বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাট। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার, কানাডার হাই কমিশনার, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, কাতারের প্রিন্স শেখ হামাদ ফাহাদ আল থানি, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত, চীনের রাষ্ট্রদূত, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত নেপালের হাই কমিশনার, ভূটানের রাষ্ট্রদূত, রোটারি ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল এর প্রেসিডেন্ট, নাসার বিজ্ঞানীদলসহ আরও অনেকে। এছাড়া গণপ্রজাত্রতী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সভা, সেমিনার, মত-বিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর ফলে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা তথা বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিসহ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

১৪। ইন্টারন্যাশনাল এডভাইজরি বোর্ড ঃ

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও স্বনামধন্য নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটিসমূহের একাডেমিক কারিকুলামের শিক্ষা কার্যক্রম অনুসরণ করে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কারিকুলাম গঠন ও পরিচালিত হচ্ছে। নর্থ আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও স্কলারদের নিয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল এডভাইজরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। প্রতি বছর উক্ত বোর্ডের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নর্থ সাউথ বিশ্বদ্যিালয়ের একাডেমিক কারিকুলাম পর্যালোচনা এবং আপডেট করা হয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করার জন্য ঐ বোর্ড পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইন্টারন্যাশনাল এডভাইজরি বোর্ড এর সদস্যগণ বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত আছেন। এর মধ্যে Nobel Laureate Prof. Sir Richard J Roberts এবং আরও দুজন Nobel Nominee রয়েছেন যারা বাংলাদেশের গর্বিত সন্তান। সদস্যগণের নাম ও পরিচয় নিম্নরূপঃ

Sl	Name	Designation
1	Dr. Rita R Colwell President, IAB	Professor, University of Maryland and Johns Hopkins University, Former President, University of Maryland, USA.
2	Sir Dr. Richard J Roberts Member, IAB	**A Nobel Laureate** and Molecular Biologist of University of Sheffield, New England Biolabs and Harvard University, USA
3	Prof. Earl D. Kellogg Member, IAB	Professor, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
4	Dr. Mohammad Ataul Karim Member, IAB	Provost and Executive Vice Chancellor for Academic and Student Affairs, University of Massachusetts Dartmouth, USA
5	Dr. Shelley Feldman Member, IAB	Professor, Department of Development Sociology, Cornell University, USA
6	Dr. M. Zahid Hasan Member, IAB	**Nobel nominee,** Professor of Physics, Princeton University, USA
7	Prof. Taher Saif Member, IAB	Gutgsell Professor & Associate Head for Graduate Programs, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
8	Dr. Anwar Huq Member, IAB	Professor, University of Maryland, USA

9	Prof. Haider A. Khan Member, IAB	**Nobel nominee,** John Evans Distinguished University Professor and Professor of Economics, University of Denver, Josef Korbel School of International Studies, USA.

এখানে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরণের International Advisory Borad (IAB) আছে কিনা আমাদের জানা নেই। International Advisory Borad (IAB) এর আগামী বার্ষিক সভা ৪ মার্চ ২০১৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে উক্ত কমিটির সব সদস্য উপস্থিত থাকবেন বলে আমরা আশা করছি।

১৫। আজীবন সদস্যদের বোর্ড সভায় উপস্থিতি প্রসঙ্গে ঃ

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ জন ফাউন্ডার লাইফ মেম্বার আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা ও অন্যান্য পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে না পারলেও তাদের সকলের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড সভাসহ অন্যান্য সভা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তাদেরকে সভার নোটিশ ওয়ার্কিং পেপার ফাইল আকারে নিয়মিত পাঠানো হয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সমর্থন করেন এবং কোন প্রকার আপত্তি করেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যেখানে ট্রাস্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা নেয়ার সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব উদ্বৃত্ত আয়ের অর্থ সুরক্ষিতভাবে বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত আকারে জমা রাখা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ট্রাস্টি সদস্য কখনই কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব এম এ আউয়াল বিগত ৯ বছর যাবত বোর্ড সভাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেননি। অথচ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন যা খুবই দুঃখজনক।

১৬। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বর্তমান বসুন্ধরা ক্যাম্পাসের জমি সংক্রান্ত জনাব এম এ আউয়াল এর বক্তব্য ঃ

জনাব এম এ আউয়াল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এর বসুন্ধরা জমি ক্রয় সংক্রান্ত ৫ লক্ষ টাকার জায়গায় বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকার কথা বলেছেন যা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অলীক। নর্থ সাউথ ফাউন্ডেশনের বিগত ২০০০ সনের ২০ জুন, ২০০০ সনের ৩ জুলাই এবং ২০০০ সনের ৫ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ৩টি বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বাজার দর বিবেচনা করে জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বসুন্ধরার বর্তমান ক্যাম্পাসে ১৬.৫০ বিঘা জমি বসুন্ধরা কর্তৃপক্ষের সাথে কয়েক দফা দর কষা-কষির পর কাঠা প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সময়ে জনাব এম এ আউয়াল এবং জনাব রাগীব আলীর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ জমি ক্রয় করা হয়। এতদ্সংক্রান্ত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত এবং তাদের স্বাক্ষরসহ যাবতীয় ডকুমেন্ট আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। উল্লেখ্য যে, ক্রয়কৃত বসুন্ধরার ক্যাম্পাসের প্রতি কাঠা জায়গার বর্তমান মূল্য প্রায় ১.৫ কোটি টাকা।

১৭। বিদেশী শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এ্যালামনাই প্রসঙ্গে ঃ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কয়েকশত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে এবং ১৫ জন বিদেশী শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন। তন্মধ্যে মিসেস সিনথিয়া ম্যাককিনি, যিনি একজন ইউ এস কংগ্রেস ওম্যান। বিগত ২৫ বছরে নিয়মিত সমাবর্তনে ডিগ্রী প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ হাজার এ্যালামনাই বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রীজ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। বহুজাতিক কোম্পানী যেমন নাসা, গুগল, মাইক্রোসফট, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি সংস্থায় উচ্চতর পদে চাকুরিরত রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে আমাদের সুবিস্তৃত এ্যালামনাই নেটওয়ার্ক রয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানানো যাচ্ছে যে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকৃত কোন ছাত্র-ছাত্রী বেকার নেই বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ, এ বিষয়ে কেউই আমাদের সহযোগিতা চাননি।

১৮। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য ঃ

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে নমনীয়তা ও সৌজন্যতা প্রকাশ করেছেন সেজন্য আমারা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় **শিক্ষামন্ত্রীর** নমনিয়তা বহিঃপ্রকাশ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনারে প্রায়শই তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ২০১৮ এর সমাবর্তনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম ও প্রধান বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত সমাবর্তনে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২৮০০ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী/সনদ প্রদান করেন।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত বিবরণীতে যে সমস্ত বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটির ডকুমেন্ট এবং নথিপত্র আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে যা প্রয়োজনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আজ আপনাদের সামনে যে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি তা একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে রক্ষা করতঃ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় কণ্ঠের একটি প্রতিবাদ। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এদেশের শিক্ষিত আপামর জনগণ এসব মিথ্যা অপপ্রচার বিশ্বাস করবে না। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ তথা সরকারের মন্ত্রী, আমলা, সাংবাদিক, পেশাজীবি, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা তদুপরি আপামর জনসাধারণ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আস্থা রেখে তাদের সন্তানদের এখানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ করে থাকেন। আমরা বিশ্বাস করি তাঁরা এধরণের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে পূর্বের ন্যায় পূর্ণ আস্থার সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুততম সময়ে এশিয়ার শীর্ষ ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নেয়া। প্রতি বছর অভিভাবক ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সকলকে নিয়ে একটি মত বিনিময় সভা করা হয় এবং সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত করে থাকে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পদ্ধতি সম্পর্কে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাই ভালো বলতে পারবেন। শিক্ষার মান বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার আপোষ করেনা। এখানে যথারীতি এবং যথাসময়ে পরীক্ষা ও সেমিষ্টার সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং কখনও সেশন জট হয়নি, এমনকি ভবিষ্যতেও হবে না ইনশাল্লাহ্। ১৯৯৩ সালের পর থেকে এ যাবত নিয়মিতভাবে ২১টি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবর্তনসমূহে বিভিন্ন সময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি (বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য), মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সনদ বিতরণ করেছেন। বিগত ২১তম সমাবর্তনে এ যাবত কালের সর্বাধিক সংখ্যক ২৮০০ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এখানে আমরা গর্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েটকৃত এবং বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রী এবং ৬০ ভাগ ছাত্র রয়েছে যা এদেশসহ বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সাংবাদিকতা একটি মহৎ পেশা এবং সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনা দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, অন্যদিকে যদি কোন গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয় বা কোন পক্ষ অবলম্বন করে তখন উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং আগামী ২০২৪ সনের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই একটি কুচক্রী মহলের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আরোপিত এহেন অসত্য, মনগড়া প্রতিবেদন দেখে আমাদের কেবলমাত্র স্বাধীনতা বিরোধী, উন্নয়ন বিমুখ ষড়যন্ত্রকারীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নাটকীয়ভাবে প্রতিবেদনটি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বৃহৎ পরিসরে যাওয়া থেকে বিরত রেখে দেশের মঙ্গল ও উন্নয়নের ধারাকে ব্যহত করে Vision 2021 কে নস্যাৎ করার এক অপচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় সম্পদ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এবং সম্মান সমুন্নত রাখা আপনার আমার সবার দায়িত্ব।